সুরক্ষা বার্তা

প্রকাশনায়, শিশু সুরক্ষা প্রকল্প

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

৪৮ তম সংস্করণ, মার্চ ০৩, ২০২২ খ্রিঃ, কক্সবাজার জেলায় অবস্থানরত স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবাদের (মেয়ে ও ছেলে) আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণোচ্ছল ও সুরক্ষিত পরিবেশ সম্প্রসারণমূলক প্রকল্প, কোস্ট- উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার, উখিয়া, কক্সবাজার

ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় কোস্ট কক্সবাজার জেলার স্থানীয় ও ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবাদের (মেয়ে ও ছেলে) আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণোচ্ছল ও সুরক্ষিত পরিবেশ সম্প্রসারণমূলক প্রকল্প উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৮টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রকল্পটি শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের সুরক্ষায় কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা, মনোসামাজিক সেবা, জীবন দক্ষতা, প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, ফলোআপ সেবা, সোশ্যাল হাব এবং শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি হ্রাসে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, রেফারেল সেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে, যা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

উন্নত সমাজ বিনির্মাণে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুব সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান

Dc‡Rjv hye m‡¤§j‡b mfvcZ¡ n‡m‡e e³e¨ cÖ`vb Ki‡Qb DwLqv Dc‡Rjv gwnjv I wkï welqK KgKZ© wkwib Bmjvg, Qwe: ‡gvt mv‡ne Avjx, wUI

কোস্ট ফাউন্ডেশন দাতা সংস্থা ইউনিসেফের অর্থায়নে ১৩ এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখে উখিয়া উপজেলায় জালিয়াপালং এবং রত্নাপালং সোশ্যাল হাব ও মাল্টিপারপাস সেন্টারের যুবা ও কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে "উপজেলা যুব সম্মেলন-২০২২" অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল **"সমৃদ্ধ পৃথিবীর জন্য দরকার যুবাদের উদ্ভাবনী চিন্তার"**। এছাড়া ও সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল যুবাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে চিন্তা করা, অংশীজনদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে যুবাদের ক্ষমতায়িত করা, নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নয়ন এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি। উক্ত অনুষ্ঠানে উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা- শিরিন ইসলাম সহ অতিথিদের মধ্যে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আইয়ুব আলী, সমাজসেবা অফিসার- আল মাহমুদ, আনোয়ার হোসেন, সভাপতি উখিয়া প্রেসক্লাব, শফিক আজাদ, উখিয়া অনলাইন প্রেসক্লাব সভাপতি, জালিয়াপালং এবং রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সিবিসিপিসি সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষকবৃন্দ, সোশ্যাল চেইঞ্জ এজেন্ট, ইউ-রিপোর্টার, মাল্টিপারপাস সেন্টারের যুবারা এবং কোস্ট ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠান দুইটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জালিয়াপালং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এসএম ছৈয়দ আলম এবং রত্নাপালং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুরুল হুদা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোঃ শাহিনুর ইসলাম, প্রধান- মনবিক সহায়তা কর্মসূচি বলেন, এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় যুবাদের সমস্যাগুলো শোনা ও তার সমাধানের পথ খোঁজা। এই লক্ষ্যে অতিথিরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, পরামশ ও সমাধান তুলে ধরবেন বলে আশা করছি । যুবাদের পক্ষে থেকে বলেন, যুব সমাজই সবকিছুতে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে যেকোন কিছু করতে পারে। যুব সমাজই একটি দেশের মূল চালিকাশক্তি হয়ে কাজ করে। মাদক এই এলাকার যুব সমাজকে শেষ করে দিচ্ছে, তাই যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে থাকতে হবে। কোস্ট ফাউন্ডেশন মাল্টিপারপাস সেন্টারে এসে কম্পিউটারের বেসিক কাজসমূহ, লিডারশীপ, যৌন শোষন, সেফটি ইন্টারনেট, সোশ্যাল কোহেশন সহ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছি। আমাদের সমাজ উন্নয়নে যুবারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে করি। বিশেষ অতিথিরা তাদের বক্তব্য বলেন, সরকারের পক্ষে একা উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই যুবাদের নজরদারিতে এলাকা উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। চাকরি প্রলোভনে না পড়ে পড়া লেখায় মনোনিবেশ করতে হবে। কোস্ট ফাউন্ডেশন মাল্টিপারপাস সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করছে যা এই এলাকার জন্য উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে। সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক প্রচারনা অব্যাহত রাখলে অবশ্যই একদিন মাদকমুক্ত সমাজ গঠন করতে পারবে বলে পরার্মশ দেন। প্রধান অতিথি রত্নাপালং ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল হুদা বলেন, "ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়" এই ইউনিয়নের বিভিন্ন এনজিও কাজ নিয়ে আসে কিন্তু কাজের কাজ হয় না। রত্নাপালং ইউনিয়নের শিক্ষার হার বর্তমানে ৬২% যা অন্যান্য ইউনিয়ন থেকে বেশি। তবুও আমি শিক্ষার হার শতভাগ করার জন্য কাজ করে যাব। কোস্ট ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে তিনি স্বাগত জানান অত্র এলাকা উন্নয়নের জন্য যে কোন সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে তিনি সবসময় প্রস্তুত থাকবেন বলে আশ্বাস দেন। সভাপতি মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা শিরিন ইসলাম বলেন, মাদক, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন ও বেকারত্ব সমস্যা নিরসনে কোস্ট ফাউন্ডেশনকে পাশে চাই। পরিবর্তনের জন্য দৃঢ়তার সাথে যুবাদের ভালো কাজকরা প্রয়োজন। কোস্ট ফাউন্ডেশনের কাজকে অব্যাহত রাখা জন্য অনুরোধ করেন।

মনোসামাজিক সহায়তায় ফোরকান ফিরেপেল স্বাভাবিক জীবনে

gvbwmK nZvkvMÖ¯wK‡kvi ‡K g‡bvmvgwRK mnvqZv ‡` I qv nq , Qwe: ‡gvnv¤§` ‡bRvg DwÏb, Gdwm

ইউনিসেফের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কোস্ট ফাউন্ডেশন শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবার অধীনে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের মুল্যায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। মোহাম্মদ ফোরকান (১৫) পরিবারের সবার বড় ছেলে। তার ইচ্ছা ছিল পড়ালেখা করে চাকরি করা কিন্তু ২০১৭ সালে মায়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আসার পর তারা ক্যাম্প-১৯ এ বসবাস করছিলেন, তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন, তাদের পরিবারে আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে ফোরকানের মা তাকে শিশুশ্রমের সাথে যুক্ত করে দেয়। সে ক্যাম্পের বিতরণকৃত রেশন, গ্যাসের সিলিন্ডার প্রভৃতি বহন করে টাকা উর্পাজন করে। এতে ফোরকানের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বিষয়টি কোস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের সোশ্যাল ওয়ার্কার সিবিসিপিসি সদস্যের মাধ্যমে জানতে পারেন। সোশ্যাল ওর্য়াকার ফোরকানের বাড়িতে গিয়ে এমপিসির কার্যক্রম সম্পের্ক তার মাকে জানান, শিশুশ্রমের বিষয়ে সচেতন করেন, ফোরকানকে কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবার আওতায় নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য মনোসামাজিক বিষয়ে কাউন্সিলিং করেন। প্রকল্পের মাধ্যমে ফোরকান শিশুশ্রম, পাচার, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি জীবন দক্ষতা বিষয়ে সচেতন হয়েছেন এবং মাস্ক এবং শার্ট সেলাই করা শিখতে পেরেছেন। বর্তমানের সে নিজের বাড়ীতে সেলাই কাজ করে টাকা উপার্জন করছেন। ফোরকান বলেন, তার পরিবার মায়ানমার ফিরে যেতে পারলে সে সেখানে একটি টেইলরিং দোকান দিবেন এবং মানুষের সেবা করবেন।

জীবন দক্ষতা এবং কারিগরি শিক্ষা পরিবর্তন করেছে কিশোরের ভবিষ্যত

আবু জমিল ১৭ বছর বয়সী একজন কিশোর। সে তার বাবা-মা এবং ভাই-বোনের সাথে ক্যাম্প ১২ এর জে-৮ ব্লকে বসবাস করে।

kiYv_©K‡kvi K¨v‡¤úi wewfbœ evwo‡Z wM‡q †mvjvi †givgZ Kv‡Ri e¨¯Í, Qwe: †mwjbv Av³vi, †KBm IqvK©vi

সে কোস্ট ফাউন্ডেশন মাল্টি-পারপাস সেন্টারে অন্তর্ভুক্ত একজন কিশোর ছিলো। আবু জমিল মাল্টি-পারপাস সেন্টারে সোলার মেরামত এবং স্থাপন এর সেশনে নিয়মতি অংশগ্রহণ করতো। এমপিসিতে বিভিন্ন সেশন চলাকালীন সময়ে আবু জমিল কে হতাশা ও চিন্তাগ্রস্থ দেখে কোস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের কেইস ওয়ার্কার সেলিনা আক্তার সিদ্বান্ত নেয় তাকে আলাদাভাবে সেশন করানো প্রয়োজন। মায়ানমারে তাদের চাষাবাদের অনেক জমি, আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল ছিল তাদের পরিবার কিন্তু ২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে তাদের পরিবার কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়। মায়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন শুরু করে তাদের বাড়িঘরগুলো পুড়িয়ে দেয়, তারা বাস্তুচ্যুত হয়ে সব হারিয়ে দিশেহারা হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। বর্তমানে ক্যাম্প-১২, জে-৮ ব্লকে বসবাস করছে। তার মনে অনেক হতাশার সৃষ্টি হয় কিন্তু বর্তমানে কোস্ট মাল্টি-পারপাস সেন্টারে নিয়মিত আসার ফলে জীবন দক্ষতা জ্ঞানের পাশাপাশি সোলার এর কাজ শিখতে পারেন। বর্তমানে আবু জমিল ক্যাম্পের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে সোলার মেরামতের কাজ করে প্রতিদিন ২০০-৪০০ টাকা আয় করেন।তার বাবা বৃদ্ধ হওয়ায় পরিবারের দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়েছে। তার বাবা বলেন "আমার ছেলে ১বছর আগেও বেকার ঘুরে বেড়াত। কোস্ট ফাউন্ডেশনের শিশু সুরক্ষার প্রকল্পের মাল্টি-পারপাস সেন্টারে গিয়ে সোলার মেরামতের কাজ শিখেছে এবং টাকা উপার্জন করে পরিবারের হাল ধরতে পেরেছে"।

শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন কোস্ট ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক

wkï myiÿv cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ gZwewbgq K‡ib Dc-wbe©vnx cwiPvjK, Qwe: gyebyi Bmjvg, Gdwm

২৬ শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখে ইউনিসেফ এর অর্থায়নে কোস্ট ফাউন্ডেশন উদ্যোগের পরিচালিত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের শরণার্থী ক্যাম্প ১৪ এর ৩ নং এমপিসিতে বিভিন্ন উপকারভোগীর প্রতিনিধি মাঝি, ইমাম, পিসিসি, সিবিসিপিসি সদস্যদের সাথে ক্যাম্পের বর্তমান অবস্থা এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও কর্মপরিস্থিতি, প্রকল্পের সেবার মান প্রভৃতি বিষয়ের উপর একটি এফজিডি করেন কোস্ট ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক সনত কুমার ভৌমিক। এফজিডি করার পর উপ-নির্বাহী পরিচালক উপকারভোগীদের সাথে এমপিসিতে নবনির্মিত সাবান প্রস্তুতকরণ কক্ষ, যন্ত্রপাতি এবং সাবানের মান ইত্যাদি পরিদর্শন করেন।

ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:		
কাজসমূহ	লক্ষ্য	অর্জন
উপজেলা যুব সম্মেলন	০১	০১
কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা	চলমান	চলমান
মাস্ক উৎপাদন	ফলোআপ	ফলোআপ
স্যানিটারী প্যাড উৎপাদন	ফলোআপ	ফলোআপ
মনোসামাজিক সহায়তা	চলমান	চলমান

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন।
শিশু সুরক্ষা প্রকল্প, কোস্ট উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার
উখিয়া, কক্সবাজার।
যোগাযোগে- ০১৭০৮১২০৩৩১, razaul@coastbd.net
বিস্তারিত জানতে: www.coastbd.net